রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১৬, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই জুন, ২০১০/২রা আষাঢ়, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই জুন, ২০১০ (২রা আষাঢ়, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ২৪ নং আইন

শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৬ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম সংশোধন।—শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম (long title) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের প্রস্তাবনা সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রস্তাবনার "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল শহরের সন্নিকটে কীর্তনখোলা নদীর তীরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা (২৩) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপান্তটীকার "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল (Shahid Ziaur Rahman University Barisal)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "বরিশাল শহরের সন্নিকটে কীর্তনখোলা নদীর তীরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) উপ-ধারা (২) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে।

৮। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর ", অর্থ কমিটি এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন" কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে "এবং পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের তফসিল সংশোধন।**—উক্ত আইনের তফসিলের—

(ক) অনুচ্ছেদ ১ এর দফা (ক) এর "শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় বরিশাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর "অনুচ্ছেদ" শব্দটির পরিবর্তে "উপ-অনুচ্ছেদ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd